সংবাদ

তারিখ 12 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

খারাপ ফল : এমপিও এবং রিকগনিশন স্থগিত যথেষ্ট নয়

এসএসসি এবং কারিগরি বোর্ডের অধীনে এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) পরীক্ষায় খারাপ ফলের জন্য ৯১৬টি স্কুল ও কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। এদের মধ্যে ৫২১টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের এমপিও বা 'মান্থলি পে-অর্ডার' বাতিল করা হচ্ছে। এর ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা তাদের বেতনের সরকারি অংশটা পাবেন না। তাছাড়া এ ধরনের অন্য ৩৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক রিকগনিশন বা স্বীকৃতি স্থগিত করা হয়েছে।

গত বছর এসএসসি পরীক্ষায় যেসব মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৫ জনের কম শিক্ষার্থী পাস করেছে এমন ৮৩৪টি বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তেমনি ৮২টি কারিগরি কলেজের (টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) বিরুদ্ধে খারাপ ফলের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে একজনও পাস করেনি এমন ৯টি প্রতিষ্ঠানও আছে। যেসব স্কুল-কলেজের একজন পরীক্ষার্থীও পাস করেনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া শুরু হয় ২০০৪ সাল থেকে। এখন শিক্ষার্থীদের পাসের সংখ্যা ৫ ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের জন্য এমপিও বাবদ যে পরিমাণ সরকারি অর্থ খরচ করা হয়েছে তাতে পাবলিক পরীক্ষায় অত্যন্ত ৫ জন পাস না করলে বরাদ্দ 'কস্ট এফেকটিভ' হয় না।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এমনকি একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাছাকাছি আরেকটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এক ধরনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। তারপর তদবির ও দুর্নীতির মাধ্যমে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে অনেক মাধ্যমিক স্কুলকে। অনেক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করা হয়েছে অথবা নাম লেখানো হয়েছে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পরিচালনায়। অনেক বিদ্যালয়ে আবার উপবৃত্তির টাকা পাওয়ার জন্য ভুয়া ছাত্রীর নাম লেখানো হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষক নিয়োগেও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এমপিওভুক্ত হলে মাইনে পাবেন এই আশ্বাসে যোগ্যতার বিচারে নয়, মোটা অঙ্কের চাঁদার বিনিময়ে অনেক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এসএসসি পরীক্ষায় 'নকলের সুযোগ' দেয়া হবে এমন আশ্বাস দিয়েও মোটা ভর্তি ফি নিয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেকেই এসএসসি পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি। অনেক স্কুলে এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর্যাপ্ত পরীক্ষার্থীও পাওয়া যায়নি। এ ধরনের বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এমপিও ও রিকগনিশন স্থগিত করাটা যথেষ্ট নয়। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ব্যবস্থাপকদের দুর্নীতি ও প্রতারণা তদন্ত করা না হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করা যাবে না। অনেক বিদ্যালয় আর্থিক দুর্নীতির বিনিময়ে এমপিও পেয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত আছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। তাদেরও ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না।

আরেক দিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টের মতো গালভরা নাম দিয়ে কলেজ খোলা হয়েছে। এগুলোর বেশিরভাগেরই কোন চাল-চুলো নেই। শিক্ষকদের যোগ্যতাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আছে। এসব তথাকথিত বেসরকারি কলেজ থেকে যারা এইচএসসি পাস করে তাদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এসব তথাকথিত কলেজ সম্পর্কে তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিশেষ করে যাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে সেগুলো তুলে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।